# কাব্য কণিকা

সুপ্রতীকঅরূপ

আজ নিশীথে যেওনা চলে
থাকো না আজ রোগীর চালে
রুদ্ধ নীরব ঘড়ঘড়ানিতে
থাকো ওর কাছে ঘুম পাড়াতে
দেখ নীলাকাশে তারা হাসে
হাঁফানীর রোগী হাসফাসে
এ’ সময়ে যেওনা চলে
একটু ওষুধ দাও ঢেলে
তুমি ডাক্তার মানব ধর্ম্ম
তোমার জীবন তোমার কর্ম্ম

****

মনেতে গান সাথে অনুপান
পাশে তুমি হৃদয়পুরে নতুন টান
খোলা আকাশ তারারা হাসে
ফিরে ফিরে দেখি তুমি পাশে
দু’ হাত বাড়িয়ে আমি বসে আছি
তোমার সুবাসে আমি বাঁচি

****

সত্য কি কেউ জানেনা
সত্যকে তাই কেউ মানেনা
মিথ্যা কে ভালবেসে সবাই
সারা জীবন হয়েছে জবাই
আজও কি বেঁচে আছে সত্য
আমি তাকে খুঁজে বেড়াই নিত্য
তুমি কি জান সে কোথায় থাকে
বলে দাওনা শেষ এই চলার ফাঁকে

****

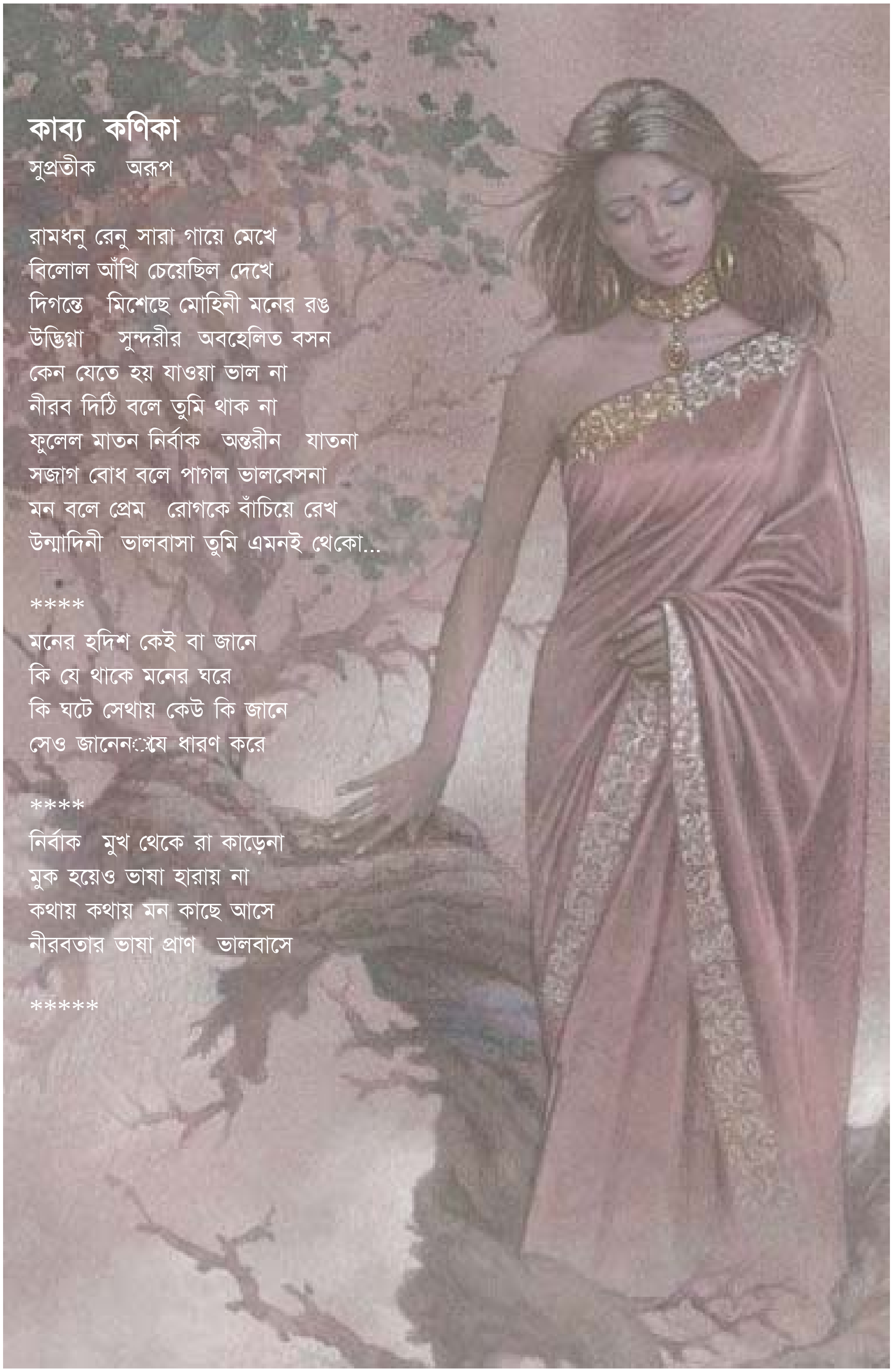

# কাব্য কণিকা

সুপ্রতীক   অরূপ

রামধনু রেনু সারা গায়ে মেখে
বিলোল আঁখি চেয়েছিল দেখে
দিগন্তে  মিশেছে মোহিনী মনের রঙ
উদ্ভিগ্না   সুন্দরীর অবহেলিত বসন
কেন যেতে হয় যাওয়া ভাল না
নীরব দিঠি বলে তুমি থাক না
ফুলেল মাতন নির্বাক  অন্তরীন  যাতনা
সজাগ বোধ বলে পাগল ভালবেসনা
মন বলে প্রেম  রোগকে বাঁচিয়ে রেখ
উন্মাদিনী  ভালবাসা তুমি এমনই থেকো...

****
মনের হদিশ কেই বা জানে
কি যে থাকে মনের ঘরে
কি ঘটে সেথায় কেউ কি জানে
সেও জানেন যে ধারণ করে

****
নির্বাক  মুখ থেকে রা কাড়েনা
মুক হয়েও ভাষা হারায় না
কথায় কথায় মন কাছে আসে
নীরবতার ভাষা প্রাণ  ভালবাসে

*****

# কাব্য কণিকা

সুপ্রতীক অরূপ

শুখনো পাতার কাছে আগুন রেখোনা
যতদিন গাছ বাঁচে সুর্যকে ঢেকে রেখোনা
স্বার্থপর হয়েও তৃষ্ণার জল আগলে রেখোনা
জোতদারী করো তবে কাউকে অভুক্ত রেখোনা

*****

আগুনের কাছে ঘী রেখো যদি সামলাতে পার
দেশলাই জুটে গেলে উপায় আছে কি তোমারও
দখল করা জমিতে বসে রক্তমাখা সংগীন দেখে খুশী হও
পাশা পালটে গেলে হার্মাদেরা ল্যাজ তুলে কোথায় পালাও

*****

এখন সময় আছে তোমার সাথে
মন্ত্রী হয়ে বসে আছ তুমি জনমাথে
বেশ, দুই হাতে লুটে নাও যত পার
সবশেষে সাড়ে তিন হাত জমি তোমারও

*****

মানুষ কেন পেছন থেকে খেলে জান
মানুষ শুধুই নিজের বড়াই করে মান
মানুষ তলিয়ে যায় মাছের থেকেও ত্বড়িতে
মানুষ অস্বচ্ছ হয় নিজের মনের ঘড়িতে
মানুষই আবার মানুষ্মারে - অপরকে বাঁচায়
মানুষ এক দুর্বোধ্য ‘জীবন’ চিড়িয়াঘরের খাঁচায়

কাব্য কণিকা
সুপ্রতীক অরূপ

কবিতা তোমায় আমি ভালবাসি
লেখা তোমাকে আমি স্বপ্নে দেখি
আবৃত্তি তুমি আমার ডিলিরিয়ামের গড়গড়া
জীবন কবিতাময় একশ ভাগ শতকরা
তাতক্ষণিকা এই সৃস্টি হল
নব আলোর অনাম্নী পাঠাল

*****

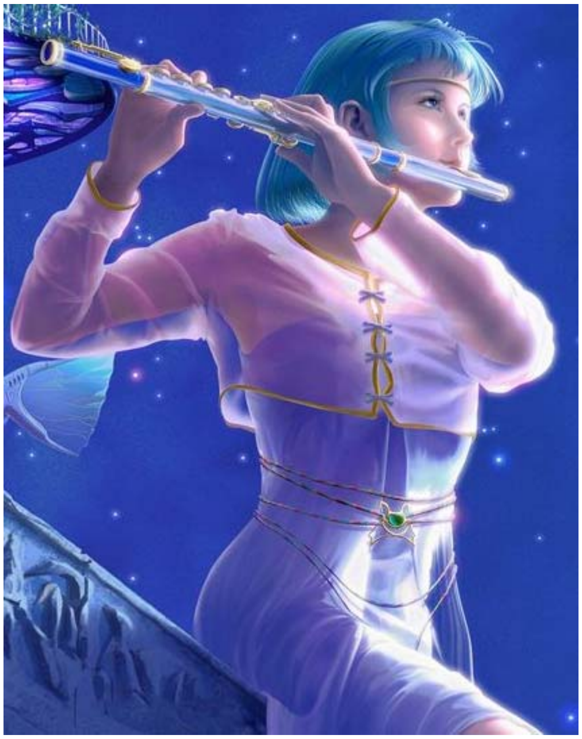

রামধনুর মত হোক তোমার কবিতা
এই শুনে খুশী মনে বুঝি সব ভণিতা
তুমি বলেছিলে - বাহ দারুন
নাকের বদলে পেলাম নরুন

*****

রামধনু শুনে হনু
কবি আমি ছন্নছাড়া
থাকলে লাহিড়ি রামতনু
করতেন আমায় দেশছাড়া

*****

এবার আমি আসি
তুমি বাজাও বাঁশী
এর বেশী কবিতা হলে
তা হবে বদহজম ও বাসি
ছন্দ হবে জল ফাঁকে গলে

*****

## কাব্য কণিকা
### সুপ্রতীক অরূপ

উষার নরম গলানো সোনা
নির্মল নীলে মিলেও মেশেনা
অনবগুন্ঠিতা রাতের প্রকাশ
গভীর আলিঙ্গনে শান্ত নিশ্বাস

*****

এক জঘন্য অপরাধ করব
সমাজকে অস্বীকার করব
আমি তোমাকে বলে ফেলব

আমি সবাইকে জানিয়ে দেব
আমি অপরাধী হতে চাই
আমি তোমাকে জানাতে চাই
আমি বলতে চাই তোমাকে
ভালবাসি ভালবাসি তোমাকে
তুমি কি স্বীকার করবে আমাকে

*****

কত রকম ভাবে তুমি আস আমার কাছে
কত ভঙ্গিমা তোমার কত রূপ তোমার আছে
তুমি কি জান কে আছে তোমার সবচেয়ে কাছে
সে এক জন দুর্ভাগা যে তোমায় ভালবেসে বাঁচে

*****

তুমি হেসে উঠলে দখিনা বাতাস ও লজ্জা পায়
তুমি কাঁদলে নবজাত শিশু শঙ্কায় ভয় পায়
কি জানি আবার কি পৃথিবী প্রস্ফুটিতা হবে
কি জানি তা হলে অলি কলি পাখী বেঁচে রবে
তোমার হাসির ঝর্ণা আমার অবগাহিকা ধারা
তোমার কন্ঠ আমায় করেছে পাগল পারা

****